ডিআইজি রেজাউল করিমকে ঘিরে নতুন অপপ্রচারের ঝড়



সংগৃহীত ছবি

বাংলাদেশ পুলিশের ১৭তম বিসিএস ব্যাচের কর্মকর্তা রেজাউল করিম মল্লিক দীর্ঘ কর্মজীবনে দায়িত্বশীলতা ও সততার প্রতীক হলেও শুরু থেকেই নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। প্রায় দুই দশক তাকে পদোন্নতি বঞ্চনা, অপ্রাসঙ্গিক ইউনিটে বদলি ও প্রশাসনিক চাপ সহ্য করতে হয়েছে। এমনকি বাবা, মা এবং বড় ভাইয়ের মৃত্যুতেও তিনি ছুটি পাননি। দীর্ঘ সময়ের এই অবহেলার পর রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে তিনি ডিআইজি হিসেবে ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগের নেতৃত্বে আসেন।

ডিবিতে যোগ দিয়ে রেজাউল করিম আগের অনিয়ম ও দুর্বলতা দূর করে গোয়েন্দা বিভাগকে নতুন নীতিমালা, শৃঙ্খলা ও কাঠামোয় পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেন। অপারেশন, মনিটরিং থেকে শুরু করে কর্মী ব্যবস্থাপনা—সব জায়গায় তিনি পরিবর্তন আনতে শুরু করেন। তবে হঠাৎ করেই তাকে কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই ডিবি থেকে সরিয়ে দীর্ঘদিন ডিএমপি সদর দপ্তরে সংযুক্ত রাখা হয়। পরবর্তীতে গত মে মাসে তাকে ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি হিসেবে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়।

নতুন দায়িত্ব পেয়ে তিনি ১৩ জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নতুনভাবে সাজানোর উদ্যোগ নেন। অপরাধ দমন ও অপরাধী গ্রেপ্তারে দৃশ্যমান সাফল্য আসে, মাঠপর্যায়ে পুলিশের উপস্থিতি বাড়ে এবং কয়েকটি আলোচিত অভিযানে তিনি সরাসরি নেতৃত্ব দেন। গোপালগঞ্জে একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সন্ত্রাসী তৎপরতা দমনে তিনি টানা তিন দিন অবস্থান করে সফলভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রীর দীর্ঘ অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও তিনি দায়িত্ব থেকে কখনো বিরতি নেননি।

কিন্তু তার দায়িত্বশীলতা ও সুনাম যখন আরও বিস্তৃত হতে থাকে, ঠিক তখনই একটি মহল তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে। তার ছবি ব্যবহার করে ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে ভিডিও বানানো হচ্ছে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে তাকে হুমকি প্রদান করা হচ্ছে। বিশেষ করে শিবচরের এক বিতর্কিত নেতার মনোনয়ন স্থগিত হওয়ার পর সেই গোষ্ঠী ধারণা করে—এ সিদ্ধান্তের পেছনে নাকি রেজাউল করিমের ভূমিকা আছে। এই ভুল ধারণাকেই ভিত্তি করে তার বিরুদ্ধে সংগঠিত অপপ্রচার চলতে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি সংবাদ সম্মেলন করেন মাদারীপুর জেলা বিএনপির নেতা সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী (লাভলু)। তিনি অভিযোগ করেন, একজন সৎ কর্মকর্তাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে টার্গেট করা উদ্বেগজনক এবং এর প্রতিবাদ করা সকলের দায়িত্ব। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের পর ফরিদপুরে বড় ধরনের অস্থিরতার আশঙ্কা থাকলেও রেজাউল করিমের কঠোর নির্দেশনায় কোনো সহিংসতা ঘটতে পারেনি। তার মতে, শিবচরের মানুষের উচিত এমন কর্মকর্তার জন্য গর্ব অনুভব করা।